প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **নারায়ণগঞ্জ**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৮টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	হাজীগঞ্জ দুর্গ		নারায়ণগঞ্জ সদর	২৩°৩৮'০০.৫" উ. ৯০°৩০'৪৬.০" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ২৪ নভেম্বর, ১৯৫০	হাজীগঞ্জ দুর্গ নির্মাণের সঠিক তারিখ এবং নির্মাতা কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ধারনা করা হয় ১৬৬০ সালে মোগল সুবাদার মীর জুমলা এটি নির্মাণ করেন। এটি পুরাতন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। দুর্গটি মুগল আমলে সপ্তদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আরাকানী (মগ) জলদস্যুদের ও পর্তুগিজদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই নদী তীরে এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। অসমান বাহু ও ছয় কোনা বিশিষ্ট হাজীগঞ্জ দুর্গ। এ দুর্গের উত্তরে রয়েছে তোরণযুক্ত প্রধান প্রবেশ পথ।
২.	বিবি মরিয়মের সমাধি ও সংলগ্ন মসজিদ	 সমাধি মসজিদ	নারায়ণগঞ্জ সদর	২৩°৩৭'৫৫.১"উ. ৯০°৩০'৩৮.৫"পূ.	পাকিস্তান গেজেট ১১ মার্চ, ১৯৬০	জনশ্রুতি রয়েছে, বিবি মরিয়ম ছিলেন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যা এবং শায়েস্তা খান তাঁর প্রিয় কন্যার মৃত্যুর পর এ সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরের মতে, ঈশা খাঁন তাঁর মৃত পত্নী মরিয়মের কবরের উপর এ সমাধি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। সমাধিটি নির্মাণ পরিকল্পনায় পরিবিবির সমাধির নির্মাণ পরিকল্পনার সাদৃশ রয়েছে। সমাধি সৌধটির পশ্চিম পাশে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এশটি মসজিদ রয়েছে। ১৬৬৪-৮৮ সালে শায়েস্তা খাঁন কর্তৃক মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে আধুনিক নির্মাণ ও সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়েছে।
৩.	গোয়ালদি মসজিদ	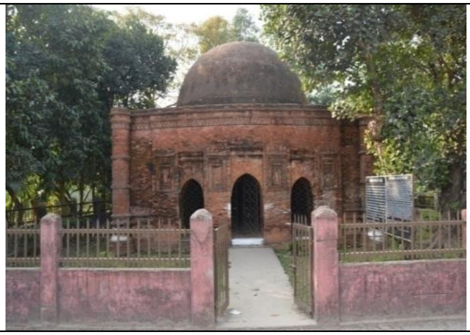	সোনারগাঁও গ্রাম: গোয়ালদি	২৩°৩৯'২৩.৪" উ. ৯০°৩৫'৩৬.২" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১	মসজিদের গায়ে স্থাপিত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে ১৫১৯ খ্রি: মোল্লা হিজবর উদ্দীন এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। লতাপাতা ও ফুলেল টেরাকোটার সজ্জিত বর্গাকার পরিকল্পনায় তৈরি মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। মোগল পূর্বযুগের নির্মাণ রীতিতে এটি তৈরি। পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে আরও একটি করে প্রবেশ পথ আছে। ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে এটি পূর্ণনির্মাণ করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**পানাম শহর** (পানাম নগর)	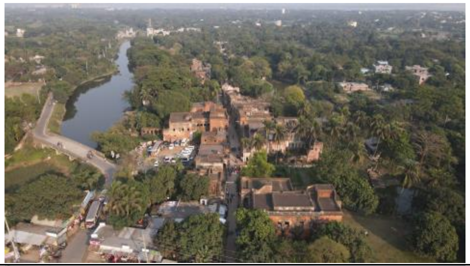	**সোনারগাঁও**	২৩°৩৯'২০.৯" উ. ৯০°৩৬'১১.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৫ জানুয়ারি, ২০০৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪ থেকে ৪৮ পর্যন্ত)	সোনারগাঁও শহরের উত্তর পুর্ব কোনে ও পঙ্খিরাজ নামক একটি ছোট নদীর দক্ষিন তীরে পরিখাবিশিষ্ট একটি উপশহর গড়ে উঠেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই হিন্দু বণিকের একটি অংশ (ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের সোনারগাঁও পয়েন্টর পূর্ব দিকে) পানাম অঞ্চলে তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করেন। প্রায় ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ একটি সড়কের উভয় পাশে সুরম্য স্থাপনা নিয়ে পানাম নগর গড়ে উঠেছিল। পানাম নগরীর রাস্তার দু-পাশে মুখোমুখি দুই তলা ও তিন তলা বিশিষ্ট মোট ৫২টি ইমারত রয়েছে। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর। পানামের টিকে থাকা বাড়িগুলোর মধ্যে পানাম সড়কের উত্তর পাশে ৩১টি আর দক্ষিণ পাশে ২১টি বাড়ি রয়েছে।
৫.	**ছোট সর্দার বাড়ী**		**সোনারগাঁও**	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৫ জানুয়ারি, ২০০৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯)	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার পানাম নগরের পাশে চারু ও কারু ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুই তলা এ ভবনটি অবস্থিত।
৬.	**নীলকুঠির**		**সোনারগাঁও**	২৩°৩৯'২৭.১"উ. ৯০°৩৬'০৭.৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৫ জানুয়ারি, ২০০৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮)	নারায়ণগঞ্জ জেলার অদূরে সোনারগাঁয়ে নীলকুঠি অবস্থিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীল চাষের নির্মম ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে দাড়িয়ে আছে নীলকুঠি ভবন। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড়কে ধ্বংস করার জন্য এখানকার কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করা হত। যার প্রানকেন্দ্র ছিল এই নীলকুঠি। জেমস টেলর তার দা "টপোগ্রাপি অব ঢাকা" গ্রন্থে বলেন, অষ্টাদশ শতকে একমাত্র ইংরেজ কোম্পানি সোনারগাঁও নীলকুঠিতেই তেরো চৌদ্দশত তাঁতি তালিকাভুক্ত হয়ে কাজ করত। ১৮১০ থেকে ১৮৬০ খ্রি: পর্যন্ত বাংলার নীল চাষ ব্যাপক ভাবে উন্নত হয়। ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহের মাধ্যমে এটি আবনতির দিকে যায়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার**		**সোনারগাঁও**	২৩°৩৮'২৮.৭"উ. ৯০°৩৪'৩৮.৪"পূ.	বেঙ্গল সরকার প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১২৫৮ বিবিধ ২২ নভেম্বর, ১৯২০	বাংলার মুসলমানদের যে সব সমাধি নির্মিত হয়েছে তাঁর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সোনারগাঁ এর গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সমাধি। এ সমাধিতে কে সমাহিত আছে এ নিয়ে একাধিক মতামত প্রদান করা হয়। বুকানন হ্যামিলটনের মতে "পাভুয়ার একলাখী সমাধিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কবরস্থ আছে"। আহমদ হাসান দানীর মতে "গিয়াস্ উদ্দিন আজম শাহ সোনারগাঁয়ে তাঁর নির্মিত সমাধিতে শায়িত আছেন"। কবরটি কালো পাথরের তৈরি। কবরটি উত্তর-দক্ষিণে ৩.০৫ মিটার লম্বা এবং পূর্ব -পশ্চিমে ১.৬৫ মিটার চওড়া এবং ১.২২ মিটার উঁচু। কালো পাথরে খঁচিত প্যানেলগুলো পাভুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদের গায়ে খঁচিত প্যানেলের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ধারনা করা হয় এটি ১৪১০খ্রিঃ সময়কালে এটি তৈরি করা হয়।
৮.	**পানাম সেতু**		সোনারগাঁও	২৩°৩৯'২৩.৪" উ. ৯০°৩৬'০৭.৩" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের প্রজ্ঞাপন ১৫ জুলাই, ১৯৭৭	মীর কাদিম সেতুর অনুরূপ মূঘল আমলে নির্মিত পানাম সেতুটি পানাম নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাস্তার উপর নির্মিত। সেতুটি দৈর্ঘ্য ২৫.৮৫ মিটার এবং চওড়া ৬.৫০ মিটার। সেতুটিতে ৩টি খিলান রয়েছে, মাঝের খিলানটি উঁচু। মুগল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেতুটি কে বা কার শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল জানা যায় নাই।
৯.	**টাকশাল**		সোনারগাঁও আমিনপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১১ নভেম্বর, ২০১০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩৯)	পানাম নগরীর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং মাঝখান দিয়ে একটি মাত্র রাস্তা আছে। এ নগরীর পাশে বেশ কিছু সমসাময়িক কালের পুরাতন ভবন রয়েছে। সর্দার বাড়ি, ছোট সর্দার বাড়ি, পোদ্দার বাড়ি, টাকশাল ইত্যাদি। তথাকথিত টাকশাল নামক স্থানে ১টি জরাজীর্ণ দুই তলা ভবন ও একটি ছোট মন্দির আছে। ভবন দুটি ১টি অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বেষ্টনীর মধ্যে একটি সাম্প্রতিক কালে নির্মিত হিন্দু মন্দির ও আছে। স্থাপত্যিক নির্মাণশৈলী থেকে অনুমান করা যায় ভবন ২টি ১৯ শতকের দিকে নির্মিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০.	পোদ্দার বাড়ী		সোনারগাঁও	-	বাংলাদেশ গেজেট ১১ নভেম্বর, ২০১০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩৯)	পোদ্দার বাড়ি বেশ কয়েকটি ভবন নিয়ে গঠিত এবং প্রাচীর বেষ্টিত। পোদ্দার বাড়ি ব্যক্তি মালিকানাধীন। পোদ্দার বাড়ির মালিক আনন্দ পোদ্দার, রামমোহন পোদ্দার। ভবনগুলি দুই তলা এবং বিশালাকৃতির। পোদ্দার বাড়ির পাশে একটি সান বাঁধানো ঘাটসহ পুকুর আছে। মূল পোদ্দার বাড়ির ভবনটি দুই তলা এবং মধ্যভাগে খোলা বর্গাকারে আঙ্গিনা আছে। পোদ্দার বাড়ির ভবনগুলি বৃটিশ আমলে নির্মিত। পোদ্দার বাড়িতে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের লোকজনের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
১১.	মহজমপুর মসজিদ		সোনারগাঁও	তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।	বেঙ্গল সরকারের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১২৫৮ বিবিধ ২২ নভেম্বর, ১৯২০	সুলতানী আমলে নির্মিত মসজিদ। পশ্চিমের দেয়ালের পিছনের দিক ব্যতীত মসজিদের ভিতর, বাহির ও অন্য সকল অংশ সম্পূর্নরূপে স্থানীয় কর্তৃক আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। মসজিদের পিছনের দেয়ালে আদি বৈশিষ্ট্যের কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে।
১২.	খন্দকার মসজিদ (বন্দর শাহী মসজিদ)		বন্দর	২৩°৩৬'৪৬.১" উ. ৯০°৩১'০০.৭" পূ.	বেঙ্গল সরকারের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১২৫৮ বিবিধ ২২ নভেম্বর, ১৯২০	মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি ছিল তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের পুত্র সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ রাজত্বকালে (৮৮৬ হিজরী) ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে মহান মালিক (মালিক উল মোয়াজ্জম) বাবা সালেহ কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিন্তু অস্টাদশ শতাব্দির দিকে এটি পুর্ননির্মাণ করা হয়। বর্গাকার এবং একগম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব ও পূর্ব দেয়ালে খিলানের কক্ষে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। এছাড়াও উত্তর দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ আছে।
১৩.	হাজী বাবা সালেহ মসজিদ ও সমাধি	 মসজিদ	বন্দর	২৩°৩৬'৪০.৭" উ. ৯০°৩০'৪৩.৯" পূ.	বেঙ্গল সরকারের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১২৫৮ বিবিধ ২২ নভেম্বর, ১৯২০	বন্দর শাহী মসজিদ থেকে ১ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত সালেহ বাবা মাজার ও মসজিদ। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব কালে মক্কা ও মদিনা জিয়ারতকারী নবীর খাদেম মহান ও উদার মালিক(আল মালিক-উল- মোয়ায্যম ওয়াল মোকাররম) হাজী বাবা সালেহ মসজিদ ৯১১ হিজরী (১৫০৪ খ্রি:) মসজিদটি নির্মাণ করেন। এ শিলালিপি হাজী বাবা সালেহ ও বন্দর মসজিদের শিলালিপিতে উল্লেখিত বাবা সালেহ খুব সম্ভব এক ব্যক্তি। বর্তমানে আদি বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করে স্থানীয় কর্তৃক আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। জানা যায় যে, মাজারের গায়ের শিলালিপি অনুযায়ী, এটি মক্কা, মদিনা ও নবীর পদচিহ্ন জিয়ারতকারী ও নবীর খাদেম হাজী বাবা সালেহ কবর। তিনি সুলতান অলাউদ্দিন হুসাইন শাহ(১৪৯৩-১৫১৯খ্রি:) সময়কার ছিলেন। ৯১২ হিজরী

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		 সমাধি				সালে (১৫০৬ খ্রি:) রবি-উল-আউয়াল মাসে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। বর্তমানে মাজারটির আদি বৈশিষ্টের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। স্থানীয় কর্তৃক সবকিছুই আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
১৪.	সোনাকান্দা দুর্গ		বন্দর	২৩°৩৬'২৫.১"উ. ৯০°৩০'৪৩.২"পূ.	পাকিস্তান গেজেট ২৪ নভেম্বর, ১৯৫০	১৬৬০ খ্রি: শীতালক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাশে মোঘল সুবাদার মীর জুমলা এ দুর্গ নির্মাণ করেন। এটি শীতালক্ষ্যা,ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদীর মোহনায় কৌশলগত কারনে ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ দুর্গ নির্মাণ করা হয়। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য মুঘল আমলের, সোনাকান্দা দুর্গের সাথে ইদ্রাকপুর দুর্গের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত দুর্গটি পূর্ব-পশ্চিমে ৯০.০০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণ ৫৫.৭০ মিটার প্রশস্ত। ইট নির্মিত দুর্গের দেয়াল ১.১০ মিটার চওড়া এবং ৩.১০ মিটার উঁচু। দুর্গের চার কোণায় চারটি বুরুজ আছে। দুর্গের দেয়ালগুলির উপরিভাগে মারলনের অলংকরণ রয়েছে।
১৫.	গাজীর ঢিবি	-	বন্দর	তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।	বেঙ্গল সরকারের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১২৫৮ বিবিধ ২২ নভেম্বর, ১৯২০	আনুমানিক খ্রি. ১৮ শতক। [তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।]
১৬.	মঠচন্ডি মন্ডপ ও পটি মন্দির	 মন্ডপ	রূপগঞ্জ	২৩°৪৬'৫১.৯"উ. ৯০°৩১'০৯.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ মে ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩)	মুড়াপাড়া রাজবাড়ির উত্তর পূর্ব দিকে বিশাল খোলা চত্বরের মধ্যে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত পটি মন্দির ও চন্ডী মন্ডপ রয়েছে। পুরাতন বাংলায় উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৮৮৯ খ্রি. সালে মুড়াপাড়ার জমিদার রাম রতন ব্যানার্জী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। পটি মন্দিরের নিকটে পূর্ব দিকে রয়েছে মঠচন্ডি মন্ডপ।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		পটি মন্দির				
১৭.	মুড়াপাড়া প্রাসাদ (জমিদার বাড়ি)		রূপগঞ্জ	২৩°৪৬'৫১.২"উ. ৯০°৩১'১৫.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ মে, ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯২)	মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি মুড়াপাড়ার রাজপরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।শিলালিপি অনুযায়ী মুড়াপাড়া রাজপরিবারের রামরতন ব্যানার্জী কর্তৃক এ প্রাসাদ বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রাসাদটি দুই তলা বিশিষ্ট ও পশ্চিমমূখী। এ প্রাসাদের সামনে এবং পিছনে দুটি বড় পুকুর আছে। প্রাসাদ ভবনটি বর্তমানে মুড়াপাড়া কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৮.	**পাগলা সেতু** (পাগলা পুল)		ফতুল্লা	২৩°৩৯'৪৪.৪"উ. ৯০°২৭'১৯.২"পূ.	পাকিস্তান গেজেট ২৪ নভেম্বর, ১৯৫০	ট্যাভার নিয়ার (১৯৬৬) এর বিবরণ থেকে জানা যায়, পাগলা নদীতে একটি পুল আছে এবং পুলটি মীর জুমলার নির্মাণ করেছিলেন। ১৮২৪ সালে কলকাতার লর্ড বিশপ হেবার পাগলা পুলের সৌন্দর্যের খ্যাতি শুণে তা দেখতে এসেছিলেন। এখন পাগলা নদীর তীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুলের সামান্য অংশ টিকে রয়েছে।